যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ এপ্রিল ২০১৭

target@ কেরিয়ার

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

আত্মবিশ্বাস থাকলে সহজেই সাফল্য পাওয়া যায়

সুব্রত পাল (কেরিয়ার কনসালট্যান্ট)

প্রস্তুতি, জেদ আর আত্মবিশ্বাসের যোগফলই হচ্ছে সাফল্য। কোনও কিছু জীবনে পেতে গেলে তার জন্য দরকার প্রস্তুতি। অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রম। পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না। আর পরিশ্রমের পরেই যে আপনার হাতে সাফল্য চলে আসবে এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু তার জন্য আপনাকে হার-না-মানা লড়াই লড়ে যেতে হবে। সেইসঙ্গে দরকার আপনার নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস যা আপনাকে কঠিন পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার শক্তি জোগাবে। এই তিনটে জিনিস যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে সাফল্য পেতে আপনি বাধ্য। হয়তো দেরি হতে পারে, কিন্তু আপনার জীবনের সঞ্চিত শিক্ষা আপনাকে নিরাশ করবে না। আর কষ্টের মধ্যে দিয়ে আপনি জীবনে যে সাফল্য অর্জন করবেন তা স্থায়ী হতে বাধ্য। আপনি জীবনে স্বচ্ছল বা অস্বচ্ছল হতে পারেন কিন্তু লড়াইয়ের মানসিকতা আপনার মধ্যে থাকতে হবে। স্বচ্ছলদের থেকে জীবনে অস্বচ্ছলদের লড়াইটা অনেক বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও লড়াইয়ের মানসিকতা থাকলে আপনি জয়ী হবেন।

আসলে লড়াইয়ের মানসিকতা যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে নিজের মধ্যে একটা জেদ তৈরি হয়। একটি ইন্টারভিউয়ে আপনি কার্যকরী না হলে, পরের ইন্টারভিউয়ের জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য লড়াই করবেন। আর হার না মানা জেদই আপনাকে পরের ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ করবে।

চাকরির বাজার বর্তমানে খুবই কঠিন। এখন শুধু পুঁথিগত বিদ্যার ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে কোনও কিছু হয় না, তার সঙ্গে আপনার টেকনিক্যাল বিষয় বা অন্য কোনও বিষয় শিখে রাখা জরুরি। তাহলে আপনি কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়বেন। এছাড়াও কম্পিউটার সম্পর্কে বর্তমানে জ্ঞান আবশ্যিক। এখন যেখানে কাজ করতে যাবেন, সেখানেই কম্পিউটারে কাজ হয়। সেই বিষয়ের ওপর বেসিক জ্ঞান দরকার। পাশাপাশি দরকার আপনার ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষমতা। খুব ভালো ইংরেজি বলতে হবে এমন কোনও কথা নেই, কিন্তু ইংরেজিটা বুঝিয়ে বলতে পারলেই হল। প্রতিদিন যদি আপনি তিনটে করে ইংরেজি শব্দ শিখে নেন, তাহলে সেগুলিকে আপনি ইংরেজি বলার সময় ব্যবহার করলে আপনার ইংরেজি বলার ক্ষমতা বাড়বে। এরপর যে ভূমিকাটি আপনার জীবনে আসে, সেটি হল আপনার নিজের জন্য একটি ভালো করে সিভি তৈরি করা। এটি মনে রাখতে হবে, যে আপনি আপনার যে জীবনপঞ্জী বা সিভিটি কর্মক্ষেত্রের জন্য তৈরি করবেন, সেটিতে যেন আপনার প্রতি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি পান কোম্পানির কর্তৃপক্ষ। সেটি দেখেই আপনাকে আপনার শিক্ষা, আপনার পরিবার সম্পর্কে প্রশ্ন

এরপর তিনের পাতায়

মনের জোরের কোনও বিকল্প হয় না

মালবিকা দত্ত (কেরিয়ার কনসালট্যান্ট)

মনের জোরের কোনও বিকল্প হয় না, এই কথাটা প্রায় সকলেরই জানা। কোনও কাজে এগোনোর সময় এই জোরটারই মনে হয়, সব থেকে বেশি কাজ করা উচিত জীবনে। সেইসঙ্গে দরকার নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস। নিজে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখা ও সেই বিশ্বাসের জোরে অসাধ্য সাধন করা। আসলে প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে। আর আমার সেই দুর্বল জায়গাগুলি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে ভালোবাসি আমরা। আর তখনই সেগুলি আমাদের মাথার ওপর আরও বেশি করে চেপে বসে। যেমন অনেকেই আছেন যাঁরা সব কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না, কেউ আছে কোনও প্রশ্নের চটজলদি উত্তর দিতে পারেন না, কেউ আবার ইংরেজিতে পারদর্শী নন, এই সব সমস্যা নিয়ে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে হীণম্মন্যতায় ভুগতে থাকি। ক্রমশ কমতে থাকে আত্মবিশ্বাস। আর এইগুলি নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা আমাদের ভালো গুণগুলি থেকে ক্রমশ দূরে সরতে থাকি।

ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যরা অনেক সময় আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণেই ভালো ভালো কর্মীকে রিজেক্ট করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, তাঁরা বোর্ডের সামনে তাঁদের গুণগুলিকে তুলে ধরতে

পারেননি।

আসলে আপনার নিজের কী কী গুণাবলি আছে সেগুলো জানতে হবে আপনার নিজেকে। আর সেগুলিকে সম্বল করেই আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যে গুণগুলো আপনার দুর্বলতাকে ঢেকে দেবে।

অনেকেই মনে করেন, বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করার জন্য হয়তো ভালো চাকরির থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, কিন্তু এইরকম ভাবনার কোনও মানে নেই। আসলে অনেক সময় আমরা নিজেরা নিজেদের মনের ভিতর নানা ধরনের চিন্তার প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। এই ধরনের নেগেটিভ চিন্তা আমাদের বিশ্বাসকে আরও দুর্বল করে তোলে।

আমাদের সকলকে বুঝতে হবে, সকলের মধ্যেই কিছু ভালো বা খারাপ দিক রয়েছে। কিন্তু তাই নিয়ে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

যেমন অনেক সময়ে আমাদের সামনের মানুষটি হয়তো দূর্দান্ত ইংরেজিতে কথা বলছে, হয়তো খুব

এরপর দুইয়ের পাতায়

ঘরে বসে ব্যবসা করার কিছু লাভজনক উপায়

আজকাল অনেক উদ্যোক্তাই কাজের অবস্থান থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও সফলভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন। তাঁদের বেশিরভাগের অফিস হচ্ছে নিজের ঘরেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে কিংবা প্রিয় কফি শপে এমনকী বাড়িতে বসেও আপনি আপনার কাজ সারতে পারেন অনায়াসে। সৌভাগ্যবশত বর্তমান প্রযুক্তি প্রত্যেককেই যার যার অবস্থান থেকে যে কোনও জায়গার কাজ সম্পাদন করার সুযোগ দিচ্ছে আর তাই উদ্যোক্তারা পারছেন নিজেদের ঘর থেকেই অফিসের কাজ সম্পন্ন করতে। অফিসের যাওয়ার মতো নিত্যদিনের ঝক্কি নেই। তবে আপনাকে নেটওয়ার্ক বাড়াতে হবে। তবে প্রযুক্তির যুগে সেটা অসম্ভব বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। তবে যে কোনও কাজেই পরিশ্রম আছে। তবে আসবে সাফল্য। যে কেউই ঘরে বসে অফিস করতে পারছেন এটা শুনতে যতটা সহজ শোনায় করতে কিন্তু ততটা সহজ নয়।

১) কী ব্যবসা করবেন তা ঠিক না করে ব্যবসায় নামলেন আর তরতর করে এগিয়ে চললেন তা নয়। কোন ধরনের ব্যবসা করবেন সে পরিকল্পনা তো নেওয়াই হয়েছে। তবে যখন ব্যবসা শুরু করবেন তখনই আসল পরিকল্পনা নেওয়ার পালা। অনেক পরিকল্পনার সমন্বয়ে একটি ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হয়ে ওঠে। বলা যায়, একাধিক পরিকল্পনাই একটি সম্পূর্ণ ব্যবসার প্ল্যান।

একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ওপরই নির্ভর করে ব্যবসার সফলতা। একটি সম্পূর্ণ নতুন কোম্পানির জন্য বিজনেস প্ল্যান খুব শক্ত হয়। যেমন প্রাথমিক অবস্থায় কীরকম কোম্পানি, তার পণ্য বা সেবা কী হবে, মার্কেটিং কীভাবে হবে, অর্থনৈতিক বিষয়গুলো কীভাবে সমন্বয়, এই সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হলে একটা আদর্শ ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি করা সহজ হয়ে যায়।

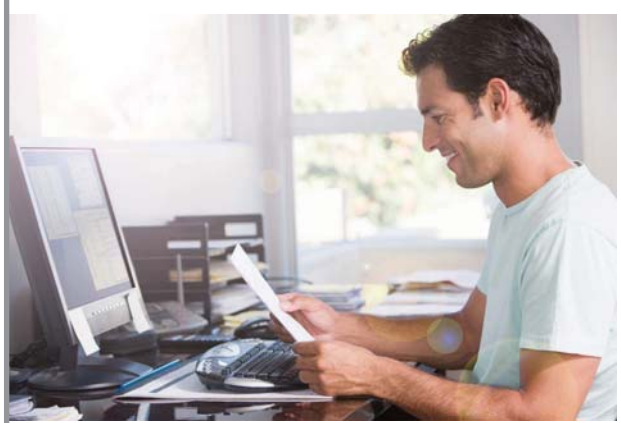

২) যে কোনও ব্যবসায় আসল কথা হচ্ছে পরিকল্পনা। পরিকল্পনা সঠিক হলে ব্যবসা সফল হতে বাধ্য। বেশিরভাগ ব্যবসায়ীই তাঁদের ব্যবসা শুরু করে অল্প পুঁজি নিয়ে। পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব এদের বেশিরভাগই শুরু হয়েছিল অল্প পুঁজি নিয়ে। এদের মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান সফল হয়েছে তাদের নামই আমরা শুনতে পাই। যেসব প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারেনি তাদের নাম আমরা শুনতে পাই না। তবে নিশ্চয়ই আমরা অনুমান করতে পারি যে, যারা সফল তাদের কাজের ধরন আর যারা ব্যর্থ তাদের কাজের ধরন এক ছিল না। এখন আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলব যেগুলো সফল ব্যক্তিরা তাঁদের ব্যবসা শুরু করার সময় অনুসরণ করতেন।

যাঁরা স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরুর চিন্তা করছেন তাঁরা যদি এ বিষয়গুলো মেনে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তবে তাঁদের দ্বারা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

এরপর পরের সপ্তাহে

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৬ এপ্রিল ২০১৭

TEAM target@ কেরিয়ার

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
সালমা আহমেদ | বিপাশা চক্রবর্তী

এক্সপিরিয়েন্স না থাকলেও কীভাবে চাকরি পেতে পারেন

আপনার পড়াশোনা, শিক্ষার শেষে চাকরি খুঁজতে নেমে আপনি যদি বিভিন্ন আবেদনকারী সংস্থাগুলোর চাহিদার তালিকা দেখেন বা অনলাইনে বিভিন্ন কেরিয়ার সংক্রান্ত সাইটে নিজের সিভি আপলোড করে ডাকের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন তো দেখবেন প্রায় সবাই আগে একটি ন্যূনতম সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা চাইছে। এমন খুব কম চাকরির খবর বেরোচ্ছে যেখানে ফ্রেশার বা সদ্য পাস করা আবেদনকারীর খোঁজ হয়। তেমন কোনও খবর পেয়ে থাকলে বা তেমন কোনও সংস্থায় যদি আপনি আপনার জায়গা করে ফেলেন তো আপনার চিন্তার অবসান ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। না হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বছর যত ঘুরতে থাকবে এক্সপিরিয়েন্স বা পূর্ব-অভিজ্ঞতা শব্দটি আপনাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করতে থাকবে। কিন্তু ভেঙে না পড়ে বা উদ্বেগে দিন না কাটিয়ে আপনি আপনার এই 'গ্যাপ' বা আপাত-কর্মহীন সময়টিকে এমনভাবে উপযুক্ত উপায়ে ব্যবহার করুন, যেন সেটি আপনার দুর্বলতা না হয়ে আপনার সিভির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। ইন্টারভিউ বোর্ডে যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি এতদিন কেন বসেছিলেন? আপনাকে যেন অপ্রস্তুত না হতে হয়। বিভিন্ন বই বা পত্রিকা বা অন্য মাধ্যমে প্রকাশিত বিশেষজ্ঞদের মতামত থেকে আপনাদের কিছু উপায়ের কথা জানানো যেতে পারে যা থেকে আপনি আপনার সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করবেন।

ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন: চাকরি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটগুলোতে প্রায় সময়েই বিভিন্ন কাজের জন্য ইন্টার্ন নিয়োগের খবর থাকে। আপনি এইরকম ইন্টার্নশিপের আবেদন অবশ্যই করুন। এইরকম ইন্টার্নশিপ বৈতনিক বা অবৈতনিক হতে পারে। প্রয়োজনে আপনি বিনা মাইনের ইন্টার্নশিপও করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখবেন, ইন্টার্নশিপ করার আগে আপনার নিজের দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। আপনি আপনার কাজের জন্য উপযুক্ত ইন্টার্নশিপের আবেদন করুন না হলে আপনার অভিজ্ঞতা বৃথা হবে। এর সঙ্গে আরেকটা বিষয়েরও খেয়াল রাখা দরকার, কর্মক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানটা আপনার পছন্দের কি না। আপনার অবশ্যই উচিত আপনার কাজে লাগবে এমন একটি জায়গায় আবেদন করা।

স্বেচ্ছাসেবী বা স্বেচ্ছাকর্মী হিসাবে কাজ শুরু করুন। যদি ইন্টার্নশিপ আপনি না পান বেশি সময় নষ্ট না করে প্রতি সন্ধ্যায় বা সপ্তাহের শেষের ছুটির দিনগুলোতেই আপনার পছন্দের সংস্থায় স্বেচ্ছাকর্মী বা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করতে শুরু করার চেষ্টা করুন। বিভিন্ন উপযোগী বিভাগে যেমন শিল্প বা স্বাস্থ্য সংস্থায় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করলে তা বেতনভিত্তিক ইন্টার্নশিপের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

পড়াশোনা বা ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে নিজের জানার পরিধিকে বিস্তারিত করুন। অনেক সময় চাকরির আশায় বসে না থেকে আপনি কোনও কারিগরি কোর্স বা ট্রেনিং নিয়েও নিজেকে আরও বেশি তৈরি করতে পারেন। আপনার ডিগ্রি বা পড়াশোনাকে আরও বিস্তৃত করুন। অনেক সময় আপনার পছন্দের কাজ অনুসারে বিদেশি ভাষার কোর্স বা কম্পিউটারের বিশেষ কোর্স আপনার উপকারে আসতে পারে। আপনি অবশ্যই সেই সব কোর্সগুলোতে ভর্তি হওয়ার কথা ভাবুন। আপনার উপযোগী কোর্সের সন্ধান আপনাকে ইন্টারনেট বা দক্ষ কেরিয়ার কাউন্সিলর দিতে পারবেন।

একটি উপযুক্ত সিভি তৈরি করুন। আপনার পড়াশোনা আর চাকরি পাওয়ার মধ্যে বেকারত্বের সময়সীমা যদি কোনও কারণে একটু বেশি থাকে বা আপনার কাছে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার না থাকে তবে আপনার সিভিতে ইন্টারভিউয়ারের প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর যেন লুকিয়ে থাকে সে বিষয়ে আপনাকে বেশি যত্নশীল হতে হবে। আপনি যদি আগে আলোচিত বিষয়গুলোর কোনও একটার সঙ্গে যুক্ত থেকে থাকেন তবে সিভিতে তা আলাদা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করুন। চাকরির অভিজ্ঞতা না থাকলে, তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। নিজের নাম, যোগাযোগের তথ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা উল্লেখ করুন। আপনার ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা বা ট্রেনিং, এমনকী স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের উল্লেখ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগে রাখুন। একটি ভালো সিভি আপনাকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

ইন্টারভিউ: ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে আপনি মনে রাখবেন না যে, আপনার এক্সপিরিয়েন্স শূন্য। নিজেকে কারোর থেকে ছোট ভাববেন না। আপনার কাজের পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই জানা সত্ত্বেও যখন আপনি ইন্টারভিউতে ডাক পেয়েছেন তখন আপনার মধ্যে ইন্টারভিউয়াররা অবশ্যই সম্ভাবনাময় যোগ্যতা খুঁজে পেয়েছেন । তাই চাকরি পাওয়া না-পাওয়া, ভবিষ্যৎ নিয়ে না ভেবে সঠিক সময়ে উপস্থিত হন। নিজের আচার-আচরণ, কথা বলা, পোশাক সম্পর্কে যত্নশীল হন। আর নিজের জ্ঞান বা পড়াশোনা ঝালিয়ে নিয়ে যান। আশা করা যায় আপনি বিফল হবেন না।

গুরুত্বসহকারে তৈরি করুন RESUME

যে কোনও চাকরির জন্য রিজিউম একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সেটিকে খুব ভালোভাবে তৈরি করা উচিত। কারণ, চাকরির প্রথম গণ্ডি পেরোনোর জন্য ওটিই আপনার প্রথম পদক্ষেপ। যে কোনও চাকরির জন্য আবেদন করার আগে নিজের রিজিউমকে যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার উপযোগী করে তুলুন। যদি প্রথম আপনি কোনও চাকরির জন্য আবেদন করছেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার যদি এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা কম থাকে তাহলে আপনি কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

তবে একটি রিজিউম বানানোর ক্ষেত্রে এটি মাথায় রাখতে হবে, আপনার কোনও নেগেটিভিটি যেন এখানে জায়গা না পায়।

সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, রিজিউম মানে হচ্ছে আপনি আপনার নিজের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন আপনার রিজিউমের মধ্যে দিয়ে। তাই আপনার তথ্য বা অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে যেগুলি কোনও একটি পদের জন্য আদর্শ প্রার্থীর মধ্যে থাকা উচিত সেগুলিকে চিহ্নিত করুন আর সেগুলিকে অধিক গুরুত্ব দিন। আর এরজন্য সবার আগে জরুরি হল সংস্থাটির ওয়েবসাইটটি ভালো করে দেখা এবং সংস্থাটির আদর্শ, উদ্দেশ্য, দর্শন, কর্মসংস্কৃতি নিয়ে ভালো করে জানুন আর আপনার রিজিউমে সেগুলির প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলুন। রিজিউমের মধ্যে সেই কথাই লিখবেন, যেগুলি সত্যি, অযথা এমন কোনও কিছু লিখে রিজিউমকে অতিরঞ্জিত করে দেখাতে যাবেন না। তাহলে নিজেই বিপদে পড়বেন। জানবেন, আপনার রিজিউম থেকেই কর্তৃপক্ষ আপনাকে আপনার সম্বন্ধে জানতে চাইবেন, তাই এ-ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

সবার উপরে লিখুন আপনার নাম ও ঠিকানা:

১) আপনার নাম রেগুলার ক্যাপসে লিখুন আর বোল্ড করে দিন।

২) আপনার ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেল লিখুন।

এবার ঠিক করুন আপনি আপনার রিজিউমে আপনার অবজেকটিভ লিখবেন কি না—

অবজেকটিভ হল, স্বল্প ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার উপায়, যেখানে আপনি আপনার সম্বন্ধে আর লক্ষ্য নিয়ে বলবেন। তবে রিজিউমে অবজেকটিভ লেখা উচিত কি উচিত না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা দ্বিমত। কেউ কেউ আবার মনে করেন, অবজেকটিভ সুযোগের পরিধি কমিয়ে দেয় অর্থাৎ মনে করুন, আপনি বলেছেন আপনি অ্যাসেট ম্যানেজার হতে চান তাহলে আপনাকে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজারের পদের জন্য বিবেচনা নাও করা হতে পারে। তাই আপনার অবজেকটিভ আবেদিত পদের অবজেকটিভের সঙ্গে মিলে গেলে তবেই লিখুন।

আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরুন—

আপনার যদি নানারকম অভিজ্ঞতা থাকে আর আপনি যদি প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার জন্য গর্ববোধ করেন, সেক্ষেত্রে আপনি আবেদিত পদের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলিই শুধু উল্লেখ করুন। পূর্ব চাকরির অভিজ্ঞতা না থাকলে ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সবক্ষেত্রেই তাদের প্রাসঙ্গিকতা আপনাকে মাথায় রেখেই তাদের উল্লেখ আপনি করবেন কি করবেন না তা স্থির করতে হবে।

রিজিউমে পাতার পরিমাণ রাখুন আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—

আপনি যদি আপনার প্রথম চাকরি খোঁজেন তাহলে আপনার রিজিউম এক বা দু'পাতা হলেই যথেষ্ট, আবার আপনার যদি অভিজ্ঞতা দশ-বারো বছরের বেশি হয়, তবে আপনি আপনার রিজিউমে আরও দু'তিনটি পাতা যোগ করতেই পারেন।

রিজিউমের টেমপ্লেট বা প্যাটার্নে স্বকীয়তা বজায় রাখুন—

বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়ার যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে নানারকম রেডিমেড টেমপ্লেট আছে, সেগুলিকে গাইড হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করুন টেমপ্লেটে কিছু নিজস্ব পরিবর্তন আনতে। এছাড়াও চেষ্টা করুন এমন একটি টেমপ্লেট বাছতে, যেটি আপনার ক্ষেত্রের উপযুক্ত।

বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা যে কোনও তথ্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

একই জায়গায় অনেক তথ্য পাঠককে মনোনিবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করে। তাই সবসময় বুলেট, ইটালিকস এবং বোল্ড ফন্ট ব্যবহার করুন আপনার রিজিউমকে দৃষ্টিনন্দন করতে। নাম লেখা উচিত বড়ো ও বোল্ড অক্ষরে, আবার কোনও পুরনো সাফল্য বা অভিজ্ঞতা লেখা উচিত বুলেট পয়েন্ট ব্যবহার করে।

এছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও মাথায় রাখুন—

চাকরির বিজ্ঞাপনে আবেদিত পদের দায়িত্ব সম্বন্ধে ব্যবহৃত কিছু শব্দ আপনার রিজিউমে উল্লেখ করুন ।

সবসময় আবেদিত চাকরির সঙ্গে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাগুলোই উল্লেখ করুন।

সবসময় আপনার সাফল্য বা অভিজ্ঞতাগুলিতে নাম্বার ব্যবহার করুন। যেমন একটি দপ্তর চালিয়েছি লেখার জায়গায় লিখুন ২০ জন সদস্যের একটি দফতর চালিয়েছি বা খুব ভালো সেলস দিয়েছি লেখার জায়গায় লিখুন ১ কোটি টাকার সেলস দিয়েছি।

নিজের এডুকেশন নিয়ে খুব কম কথায় লিখুন। শুধুমাত্র নিজের কলেজ, ডিগ্রি এবং যে বছর পাশ করেছেন উল্লেখ করুন। আর এডুকেশন উল্লেখ করুন আপনার রিজিউমের একদম শেষে। যাঁরা প্রথম চাকরি খুঁজছেন তাঁরা আরও একটু বিশদে এডুকেশন নিয়ে লিখতে পারেন।

রিজিউমে হবি নিয়ে না লিখে বরং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি নিয়ে লিখুন। আর অবশ্যই এমন অ্যাক্টিভিটি নিয়ে লিখুন যা আপনার পদের দায়িত্বগুলোকে পজিটিভভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

রিজিউমে রেফারেন্স উল্লেখ করবেন না। সংস্থাটির রেফারেন্সের প্রয়োজন হলে নিজেরাই চেয়ে নেবেন।

নিজের পারদর্শিতা সম্বন্ধে কখনও খুব বেশি লিখবেন না। চেষ্টা করুন সেটাই উল্লেখ করার, যা আবেদিত পদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও আপনি যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী।

রিজিউম হল চাকরিদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যম। কিন্তু সেখানে কখনও আপনার সব কথা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করবেন না। চেষ্টা করুন সেটুকুই লেখার যা আপনার চাকরিদাতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ এপ্রিল ২০১৭

জয়পুর মেট্রো রেলে অ্যাকাউন্ট পদে আবেদন

জয়পুর মেট্রো রেলে জুনিয়র অ্যাকাউন্ট পদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড-সহ কর্মাসে স্নাতক হতে হবে। সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি যোগ্যতা থাকতে হবে— ডোয়েক 'ও' লেভেল অথবা ন্যাশনাল বা স্টেট কাউন্সিল অব ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কিমের অধীন কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্টিফিকেট কোর্স বা ডেটা প্রিপারেশন অ্যান্ড কম্পিউটার সফটওয়্যার সার্টিফিকেট কোর্স অথবা কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা অথবা স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও মেডিকেল ফিটনেস টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে কর্মাস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, জেনারেল নলেজ, অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস-সহ (জেনারেল সায়েন্স) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, লজিক্যাল এবিলিটি, রিজনিং, কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ কম্প্রিহেনশন অ্যান্ড হিন্দি কম্প্রিহেনশন। মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় সময়, ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। পরীক্ষাকেন্দ্র জয়পুর। তবে কর্তৃপক্ষ মনে করলে আজমেঢ়, ভরতপুর, বিকানির, যোধপুর, কোটা ও উদয়পুরেও পরীক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে পারেন।

ওয়েবসাইট: www.jmrcrecruitment.in

নার্স পদে আবেদন

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ইএসআই হাসপাতালে নার্স পদে দরখাস্ত করতে গেলে প্রার্থীকে নার্স গ্রেড টু (স্টাফ নার্স) পদের ক্ষেত্রে ওয়েস্টবেঙ্গল নার্সিং কাউন্সেলিং বা ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স পাস করে থাকতে হবে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থীকে বাংলা লিখতে ও বলতে জানতে হবে।

ওয়েবসাইট:www.esiwb.gov.in

আত্মবিশ্বাস থাকলে সহজেই সাফল্য পাওয়া যায়

(প্রথম পাতার পর)

করা হবে। তাই সিভিতে কোনও মিথ্যাকে প্রশয় দেবেন না। কারণ, সেই সময় অর্থাৎ ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনি উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও পরে আপনার মিথ্যা সকলের সামনে চলে এলে আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন।

বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ দোলা মজুমদারের কথায়, একজন মানুষের চাকরি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে গেলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক আত্মবিশ্বাস, দুই আগ্রহ ও তিন প্রবণতা। কারণ, আপনি যে কাজটি করতে ইচ্ছুক সেই কাজটি করার প্রতি যদি আপনার প্রবণতা না থাকে, তাহলে করা সম্ভব নয়। সেইসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের খুব প্রয়োজন সেটা হল সততা। নিজেকেও সর্বক্ষেত্রে যেমন সৎ মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে, তেমনি অপরদিকে অন্যের প্রতিও সততা বজায় রাখতে হবে। পাশাপাশি দোলাদেবীর মতে, চাকরির বাজারে এখন পুথিগত বিদ্যার পাশাপাশি কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া একজন কর্মপ্রার্থীর নিজেকে গ্রুমিং করা খুব প্রয়োজন। কারণ, ইন্টারভিউ বোর্ডে যে ইন্টারভিউ দিতে আসবেন তাঁর আত্মবিশ্বাসও কথাবার্তার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে।

মনের জোরের কোনও বিকল্প হয় না *(প্রথম পাতার পর)*

দামি দামি পোশাক পরেছে বা খুব ভালো স্মার্টলি নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারছেন সেই সময় এই সব দেখে আমরা আরও নার্ভাস হতে থাকি। তবে এতে ঘাবড়ানোর মতো কিছুই হয়নি। কারণ মনে রাখতে হবে, অন্যকে অনুকরণ করা আমাদের জীবনের ধর্ম নয়। আর এই ধরনের নেগেটিভ চিন্তাধারণা নিজেদের মনে প্রশ্রয় দিলেই আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে থাকি। ফলে আমরা কী ধরনের কাজ করব সেটাই অনেক সময়ে বুঝতে পারি না। ফলে এর পরিণতি আমরা দেখতে পাই ইন্টারভিউ বোর্ডে। অনেক সময় জানা বিষয়গুলি শুধু আত্মবিশ্বাসের অভাবে আমাদের হাতছাড়া করতে হয়। তাই মনে রাখতে হবে, নিজের ভিতর থেকে আড়ষ্টতা কাটিয়ে যতটা সম্ভব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আত্মবিশ্বাস মিশিয়ে উত্তর দিতে। তাহলে জিত আপনার হাতের মুঠোয়। আসলে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আমাদের মন, সেটাকে যদি আমরা একটু গ্রুমিং-এর মাধ্যমে ঠিক করে নিতে পারি, তাহলে আর কোনও সমস্যা থাকার কথা নয়।

চাকরিকে করে তুলুন আনন্দময়

সুব্রত সেনগুপ্ত

চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলাচ্ছে সময়। সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে মানুষের চাহিদা, কৃষ্টি-কালচার। একটা সময় ছিল, চাকরি পাওয়া খুব সহজ ছিল। সেসময় মানুষের এত চাহিদা ছিল না। চাকরি ছিল শুধুমাত্র খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অবলম্বন। হয়তো-বা সামাজিক স্ট্যাটাস। এর থেকে বেশি কিছু নয়। কিন্তু এখন মানুষের সেই ধারণা বদলেছে। এখন মানুষ সর্বক্ষেত্রেই এনজয় করতে চায়।

মানুষ এখন চাকরির ভিতরেও ঘরোয়া আনন্দ পেতে চায়, অফিসে পার্টি এনভায়রনমেন্ট চায়, অফিস শেষে কলিগদের সঙ্গে ফাস্টফুডের দোকানে গিয়ে চিকেন ফ্রাই খেতে খেতে সেলফি তুলতে চায়। সবাই এখন নিজের কাজটাকে আরও বেশি উপভোগ করতে চায়, আনন্দের সঙ্গে করতে চায়। এই উপভোগের মন্ত্র আগেও ছিল। কিন্তু এতটা ছিল না। কিন্তু এই জেটযুগে তা ব্যাপক হারে বেড়েছে, যা চোখে পড়েছে।

আগে মানুষের জীবনে উপভোগের বিষয় ছিল একটা ভালো কোম্পানিতে চাকরি, মোটা টাকা মাইনে, রবিবার ছুটির দিনে নিদেনপক্ষে একটি সিনেমা দেখা। সেই দৃষ্টিভঙ্গি এখন বদলেছে। সেই জায়গায় এসেছে Quality Life —এটা পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণা। নিজের কাজের পরিবেশটিকে আনন্দময় রাখা, সঠিক সময়ে অফিস থেকে বের হয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোই Quality Life। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও বেশিরভাগ চাকরিতেই এরকম ধারণা প্রতিষ্ঠিত নয়।

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এবং হাতে গোনা কিছু দেশীয় কোম্পানিতে এরকম পরিবেশ আছে। আবার কিছু কিছু চাকরি আছে, চাকরির ধরনের কারণেই আপনি অফিস শেষে ফাস্টফুডের দোকানে গিয়ে সেলফি তোলার মতো আগ্রহ পাবেন না। হয়তো-বা, আপনি সে ধরনের চাকরি করেন। আপনারও ইচ্ছা হয়, আপনার বন্ধুদের মতো অফিসের পর আড্ডা দিতে। পার্টি এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে। কিন্তু আপনি তা পারছেন না। আপনাকে হয়তো চাকরি করতে হয় শহর থেকে বহু দূরে, প্রত্যন্ত কোনও অঞ্চলে। এই কারণে আপনার সারাক্ষণ মন খারাপ থাকে। সবসময়ই মনে হয়, আমি কি পিছিয়ে পড়ছি সবার থেকে?

যদি এরকম আপনার মনে হয়ে থাকে, তাহলে একটু অন্যভাবে ভাবুন। আমরা জীবনে যা চাই তা পাই না। তাই মনমতো চাকরি খুব কম সৌভাগ্যবানদেরই জোটে। তাই সেক্ষেত্রে নিজের জন্য সময় বের করে নেওয়ার সুযোগ খুব কম। এজন্য হয়তো চাকরিতে আপনার মন বসে না। বিষণ্ণ মনে অফিসে কাজ করেন। জীবনে সফল হতে গেলে ধৈর্য্য ধরতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে সুদিনের জন্য। তাই ওই পরিবেশেই আপনাকে খুঁজে নিতে হবে আনন্দ। সেটা করতে পারেন এইভাবে—

ভোরবেলা উঠুন: নিজে ডিসিপ্লিন হন। জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এটাও খুবই জরুরি একটি বিষয়। সকালে দেরি করে ঘুম থেকে উঠলে তার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই নানান টেনশনে আপনার মাথা ব্যথা শুরু হবে। হয়তো অফিসে আপনি ঠিক সময়েই গিয়েছেন, কিন্তু ঘুম থেকে উঠেছেন অফিসে যাওয়ার ১ ঘণ্টা আগে। তড়িঘড়ি করে কোনোরকমে নাকে-মুখে খাবার গুঁজে শার্টটা ইন করতে করতে বাসে উঠেছেন। অফিসে গিয়েই হন্তদন্ত হয়ে কাজ শুরু করেছেন। এরকম হলে কোন কাজের পরে কোন কাজ করবেন, ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে পারবেন না। এ কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিজের কাজটা আপনার খারাপ লাগা শুরু করবে। আপনি আনন্দ পাবেন না, আগ্রহ পাবেন না। কাজেই, খুব সকালে ঘুম থেকে উঠুন। প্রার্থনা করুন, জগিং করুন। অথবা হালকা জিম। সুন্দরভাবে অফিসে যান। কাজ করতে ভালো লাগবে। আনন্দও পাবেন।

ছুটির দিনে আলাদা পরিকল্পনা: আপনার হয়তো সপ্তাহে ১ দিন ছুটি। টানা ৬ দিন গাধার খাটুনি খেটে আপনি বিনোদনের কোনও সুযোগ পান না। তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করেন ছুটির দিনটির জন্য। কিন্তু ছুটির দিনেও দেখা যায়, ঘুম থেকে ওঠেন বেলা ১২টায়। তারপর দুপুরে কিছুটা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। বিকালে চা খেয়ে, রাতে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ টিভিতে দেশ ও জাতির খবর শুনে বিষণ্ণ মন নিয়ে বিছানায় যান। পরের দিন আবার অফিস। শোওয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়েন। এভাবে ঘুমে ঘুমেই হয়তো কেটে যায় আপনার একেকটি ছুটির দিন। কিন্তু আপনার যে একটা পরিবার রয়েছে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন রয়েছে, এটা ভুলে গেলে কি চলবে? ছুটির দিনটাতে আপনি ঘুরে আসতে পারেন দর্শনীয় কোনও স্থান থেকে। অথবা আপনার বাড়ির কাছেই কোনও ফাস্টফুড শপ, নিদেনপক্ষে চায়ের দোকানেই আড্ডা দিতে পারেন বন্ধুদের সঙ্গে। আপনি ভালো ফিল করবেন। টানা ৬ দিনের অফিসের কাজ আর আপনার মাথার উপর পাহাড় হয়ে দাঁড়াবে না। কাজেই, ছুটির আগের দিনটায় আপনার স্ত্রী অথবা বন্ধুদের সঙ্গে, কিংবা বাবা-মা'র সঙ্গেই প্ল্যান করে রাখুন পরেরদিন কী করবেন। উৎসবমুখর একটি আবহ তৈরি হবে। সেটা ছড়িয়ে পড়বে আপনার কর্মক্ষেত্রেও।

নিজের কাজের জন্য নিজেকে বাহবা দিন: হতে পারে, আপনি অনেক কম টাকা বেতন পান আপনার বন্ধুদের তুলনায়। অথবা খুব ছোট কোনও কোম্পানিতে চাকরি করেন। দিনশেষে আপনার বন্ধুরা যখন ফেসবুকে সেলফি/চেক-ইন দিচ্ছে, আপনি হয়তো অফিসের কাজেই ডুবে আছেন। মাথায় রাখুন, আপনার চাকরিটা ততটা ভালো নাও হতে পারে। কিন্তু আপনি ভিক্ষা তো করছেন না। অথবা ঘরেও বসে নেই। কে-ই-বা বলতে পারে, আপনার এই কাজের প্রতি আত্মনিবেদন, পরিশ্রম সামনে আপনার জন্য একটা বড় কোম্পানির চাকরির দুয়ার খুলে দেবে না? আমরা তো কেউই আমাদের ভবিষ্যৎ জানি না। কাজেই, নিজের চাকরির জন্য মনে কষ্ট রাখবেন না। ধৈর্য নিয়ে কাজ করতে থাকুন। কাজের মাঝে আনন্দ খুঁজে নিন নিজের মতো করে। আর মনে রাখুন আত্মমর্যাদা, গর্ববোধ।

নিজের কাজকে ভালোবাসুন: ভালোবাসুন নিজের জীবনকে। জীবনও আপনাকে ভালোবাসবে। যে মানুষ নিজে নিজেকে ভালো রাখতে পারে না, হাসে না, সে পরকেও ভালো রাখতে পারে না। তাই নিজে ভালো থাকুন, তাহলে আপনার পরিবারও ভালো থাকবে।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ এপ্রিল ২০১৭

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:
naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

পেশা যখন

মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং

খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে আকরিক লোহা, বক্সাইট, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথরের ভাণ্ডার। বিশ্বে আকরিক লোহা উৎপাদনে ভারতের স্থান তৃতীয়, বক্সাইটে পঞ্চম। কয়লা এবং লিগনাইট উৎপাদনেও ভারত রয়েছে বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে।

বাস্তবে, ভূগর্ভ থেকে খনিজ সম্পদ আহরণের কাজটি আদৌ খুব সহজ নয়। প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ এলাকাকে চিহ্নিত করার পর শুরু হয় খননকার্য। পুরো প্রক্রিয়াটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন খনি-সংক্রান্ত কাজে দক্ষ পেশাদাররা। এদের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব এবং গুরুত্ব পেয়ে থাকেন মাইনিং ইঞ্জিনিয়াররা।

মাধ্যমিকের পর পড়তে পারেন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মাইন সার্ভেয়িংয়ের ডিপ্লোমা, উচ্চমাধ্যমিকের পর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক কোর্স।

কোথায় পড়বেন: এ-রাজ্যে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মাইন সার্ভেয়িংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় আসানসোল পলিটেকনিক কলেজে। আসানসোল পলিটেকনিক কলেজের ঠিকানা: দক্ষিণ ধাড়কা, আসানসোল, বর্ধমান-৭১৩৩০২। ফোন: ০৩৪১-২২৭০০৫৩। ই-মেল: asansolpolytechnic_mes@yahoo.com

মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বি টেক কোর্স পড়ানো হয় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন অব টেকনোলজির (আইআইটি) বিভিন্ন ক্যাম্পাসে (খড়্গপুর, শিবপুর, বেনারস), ধানবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অব মাইনসে। এছাড়াও পড়ানো হয় National Institute of Technology-র (NIT) রৌরকেল্লা, রায়পুর-সহ বিভিন্ন শাখায়।

কী পড়বেন: ডিপ্লোমা ইন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং: মাধ্যমিকের পরেই পড়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের জেক্সপো পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হয়। মাধ্যমিকে অন্তত ৩৫ শতাংশ নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Development বা Technical শাখায় উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরাও আবেদন করতে পারেন। তাঁদের ক্ষেত্রে Voclet পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে।

মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্সটিতে পড়ানো হয় মাইনিং জিওলজি, রক মেকানিক্স, সারফেস মাইনিং, গ্যাস ডিটেকশন (অর্থাৎ খনিতে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাস চিনে নেওয়ার পদ্ধতি), ফ্লেম সেফটি ল্যাম্পের ব্যবহার এবং বিপদ এড়ানোর সম্ভাব্য উপায়। এর সঙ্গে পড়ানো হয় মাইনিং মেশিনারি, মাইনিং সার্ভের পদ্ধতি, মাইন ভেনটিলেশন, খনিতে প্রয়োজনমাফিক নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ অর্থাৎ ব্লাস্টিং ঘটানোর পদ্ধতি বিষয়ে।

সেইসঙ্গে খনিতে কাজ করার সময় সম্ভাব্য বিপদের প্রকৃতি এবং তা মোকাবিলা করার পদ্ধতিও প্রার্থীদের শেখানো হয়। কোর্স চলাকালীনই করানো হয়ে থাকে গ্যাস টেস্টিং এবং ফার্স্টএইড সার্টিফিকেট কোর্স।

আসানসোল পলিটেকনিকের মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কোর্স চলাকালীন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের চার মাসের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয় ইস্টার্ন কোলফিল্ডসে। এছাড়াও কোর্স শেষ শেষের পর কলকাতার Board of Practical Training-এ এক বছর মেয়াদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে প্রতিষ্ঠান। এই ট্রেনিংয়ের পর ধানবাদের Directoret of Mines Safety-তে আবেদন করলে সরাসরি ওভারম্যান সার্টিফিকেট (কোল মাইনের ক্ষেত্রে) এবং ফোরম্যান সার্টিফিকেট (মেটাল মাইনের ক্ষেত্রে) পাওয়া যায়। এর জন্য আলাদা করে আর কোনও পরীক্ষায় বসতে হয় না মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারদের। সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ওভারম্যান এবং ফোরম্যান পদে চাকরির জন্য আবেদন করা যায় কয়লা ও ধাতু নিষ্কাশনকারী সংস্থায়।

মাইনিং সারভেইং: উপরোক্ত যোগ্যতাতেই পড়া যায় মাইন সার্ভেইংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স। কোনও খনিতে খননকার্য শুরু হওয়ার আগে খনি-এলাকা ভালো ভাবে জরিপ ও নিরীক্ষণ করতে হয়, তৈরি করতে হয় ম্যাপ, যার সাহায্যে খননের পথ ও পদ্ধতি ঠিক করা হয়ে থাকে। মাইন সারভেইংয়ের ডিপ্লোমা কোর্সে সারভেইংয়ের বেসিক পদ্ধতি ছাড়াও পড়ানো হয় মাইনিং জিওলজি, মাইনিং টেকনোলজি, মেথডস অব মাইনিং সারভেইংয়ে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার। পড়ানো হয় ল্যান্ড ল এবং মাইন লেজিসলেশন বিষয়েও। এর সঙ্গে শিখতে হয় Estimation ও কন্ট্রাক্ট তৈরির পদ্ধতি।

মাইন সারভেইংয়ের ডিপ্লোমা কোর্সের পর করানো হয় পোস্ট ডিপ্লোমা প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিং। এই ট্রেনিংয়ের পর Directoret of Maines Safety-তে আবেদন করলে পাওয়া যায় সার্ভেয়ার সার্টিফিকেট।

বি টেক ইন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং: এই পাঠক্রমে ভর্তির জন্য ৭৫ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৬৫ শতাংশ) নম্বরসহ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হবে। উচ্চমাধ্যমিকে কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স-অ্যাডভান্সড এগজামিনেশনে বৈধ র‍্যাংক থাকা চাই।

মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মূল বিষয় ছাড়াও বি টেক কোর্সে পড়ানো এইসব বিষয়– মিনারেল অ্যান্ড রিসোর্স-সংক্রান্ত আইন, মাইন ভেনটিলেশন, সয়েল মেকানিক্স ও রক মেকানিক্স, ফিল্ড ম্যাপিং, সারভেইয়িং ও খনি এলাকার ম্যাপ তৈরির পদ্ধতি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স প্রভৃতি।

বি টেক-এর পর মাইনিং নিয়ে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হলে স্পেশালাইজেশন করা যায় বেশ কয়েকটি বিষয়ে। যেমন, মাইন প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন, রক এক্সকাভেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ওপেনকাস্ট মাইনিং, মাইন মেকানিজেশন।

এছাড়াও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি টেক পড়ার পর এম টেক কোর্সে ভর্তি হওয়া যায় বিভিন্ন বিষয়ে– মিনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং, ওপেনকাস্ট মাইনিং, টানেলিং অ্যান্ড আন্ডারগ্রাউন্ড স্পেস টেকনোলজি, আর্থকোয়েক ডিজাস্টার, হ্যাজার্ড অ্যান্ড মাইটিগ্রেশন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ফুয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং।

কাজের সুযোগ: খনি শিল্পে প্রশিক্ষিত পেশাদারদের ঘাটতি রয়েছে। ফলে, পেশাদারি পড়াশোনা শেষ করার পরই চাকরির সুযোগ থাকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায়। এই সংস্থাগুলির মধ্যে যারা নিয়মিত পেশাদারদের নিয়োগ করে থাকে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য– Central Coalfields, Eastern Coalfields, Coal India, Northern Coalfields, Mineral Exploration Corporation, Neveli Lignite Corporation, Indian Power Corporation, Hindalco, Aditya Birla Group প্রভৃতি। চাকরি হতে পারে মাইনিং সর্দার এবং ওভারম্যানের পদেও। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্ল্যান্ট সুপারভাইজর বা মাইন সুপারভাইজর, অ্যাসিস্ট্যান্ট মাইনিং ইঞ্জিনিয়র পদে উন্নতির সুযোগও আছে। মাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, মিনারেল প্রোসেসিং প্ল্যান্টে মাইন ম্যানেজার, মাইন ডিজাইনার, মাইনিং ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিস্ট পদেও মাইনিংয়ের পেশাদারদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

কাজ ও গবেষণা: দুয়েরই সুযোগ রয়েছে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব মাইনিং অ্যান্ড ফুয়েল রিসার্চয়ের মতো বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে। কনসালট্যান্ট হিসাবে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় চাকরিও করা যায়। তাছাড়া উচ্চশিক্ষার পর বিভিন্ন পলিটেকনিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে শিক্ষকতাও করা যেতে পারে।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ এপ্রিল ২০১৭

কেন্দ্রীয় সংস্থায় সায়েন্স কমিউনিকেশনের এম.টেক. কোর্স

কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়াম সায়েন্স কমিউনিকেশনের ২ বছরের এম.টেক কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি কোর্স পাস বা প্রথম শ্রেণির এমএসসি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা দরখাস্ত করতে পারবেন। স্পনসর্ড প্রার্থীরাও ভর্তির যোগ্য।

কোর্সটি পড়ানো হচ্ছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়াম ও বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের যৌথ উদ্যোগে। এন.সি.এস.এম নির্বাচিত ১০ জন প্রার্থীকে ফেলোশিপ দেওয়া হবে মাসে ৮০০০ টাকা করে। দরখাস্তের জন্য ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে ও জমা দিতে হবে ২২ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.ncsm.gov.in.

রাজ্যের জুডিশিয়াল সার্ভিসে সিভিল জজ

ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস এগজামিনেশন, ২০১৭ পরীক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল সার্ভিসে বেশ কিছু সিভিল জজ নেবে রাজ্য সরকার। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 07/2017.

সম্ভাব্য শূন্যপদ: ৩১টি। সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ৩ ও ওবিসি-বি ২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: আইনের ডিগ্রি। সঙ্গে দেশের যে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বার কাউন্সিলে অ্যাডভোকেট হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে।

বয়স: ২৫-৩-২০১৭ তারিখে ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর পর্যন্ত এবং অন্তত ২ বছর ধরে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত প্রার্থীরা ২ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ২৭,৭০০-৪৪,৭৭০ টাকা সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি ও ফাইনাল পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষার সম্ভাব্য সময় মে মাস। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা (কোড-০১) এবং দার্জিলিং (কোড-০২)। দার্জিলিং সদর, কালিম্পং ও কার্শিয়াং– এই তিন পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরাই শুধু দার্জিলিং কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসতে পারবেন। ফাইনাল পরীক্ষা কলকাতায়।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.pscwbonline.gov.in. শেষ তারিখ ১৭ এপ্রিল।

প্রথমে অনলাইনে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় ফোটো এবং সই স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সম্পূর্ণ হলে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। সেগুলি ব্যবহার করে লগ ইন টু ইয়োর অ্যাকাউন্ট লিংকের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাটি এককালীন। যাঁরা আগেই পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাঁদের আর নতুন করে রেজিস্ট্রেশনের দরকার নেই। পুরনো ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। অনলাইন এবং অফলাইন উভয় ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি দেওয়া যাবে। সব ক্ষেত্রেই সার্ভিস চার্জ বাবদ কিছু অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। অফলাইনে দেওয়া যাবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে ওপরের ওয়েবসাইট থেকে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ লাগবে অতিরিক্ত ২০ টাকা। অনলাইন দরখাস্ত এবং ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ এপ্রিল। অফলাইনে ফি জমা করার শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল। তবে এক্ষেত্রে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে সিস্টেম জেনারেটেড চালানের প্রিন্ট নিতে হবে।

পরীক্ষার সিলেবাস ও খুঁটিনাটি জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশনে ৫২জন ট্রেনি নিয়োগ

৫২ জন ট্রেনি নিয়োগ করবে ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশন। নিয়োগ করা হবে হিউম্যান রিসোর্স, এগ্রিকালচার ও টেকনিশিয়ান শাখায়। রাজস্থান এবং হরিয়ানার সেন্ট্রাল স্টেট ফার্মগুলিতে। প্রথমে ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইফেন্ড পাওয়া যাবে।

শূন্যপদের বিবরণ: রাজস্থান: ট্রেনি-এগ্রিকালচার: ২৭টি। সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ৬। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫% নম্বর সহ এগ্রিকালচারে বিএসসি। সঙ্গে কম্পিউটারের জ্ঞান থাকতে হবে।

ট্রেনি টেকনিশিয়ান: ইলেকট্রিশিয়ান: ৪টি, অটো ইলেকট্রিশিয়ান: ১টি, ওয়েল্ডার: ২টি, ডিজেল মেকানিক: ২টি, ট্রাক্টর মেকানিক: ৪টি, মেশিনম্যান: ২টি। ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ: সাধারণ ৫টি, তফসিলি জাতি ৩টি, তফসিলি উপজাতি ৪টি, ওবিসি ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৫৫% নম্বর সহ আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাস। সঙ্গে এনসিভিটি স্বীকৃত ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এক বছরের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে।

ট্রেনি– হিউম্যান রিসোর্স: ৪টি। সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: পার্সোনেল ম্যানেজমেন্টে বিএ বা বিবিএ বা বিসিএ অথবা যেকোনও শাখায় ৫৫% নম্বর সহ স্নাতক, সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস বা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বা হিউম্যান রিসার্স ম্যানেজমেন্ট বা লেবার ল বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে এক বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা করে থাকতে হবে। সঙ্গে কম্পিউটারের জ্ঞান থাকতে হবে এবং কম্পিউটারে হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ৩৫টি বা ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

হরিয়ানা: ট্রেনি এগ্রিকালচারাল: ৬টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫% নম্বর সহ এগ্রিকালচারে বি এস সি। সঙ্গে কম্পিউটারের জ্ঞান থাকতে হবে।

সরকারি নিয়মানুসারে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পদ সংরক্ষিত থাকবে।

বয়স: ১৫-৪-২০১৭ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সের ছাড় পাবেন।

স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ১৫৮০৪ টাকা। অনলাইন আবেদন করবেন indiaseeds.com ওয়েবসাইটে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম, কর্মসংস্থান ও প্রতিরক্ষা দফতরে ৩৯ জন কর্মী নিয়োগ

৩৯ জন কর্মী নেবে কেন্দ্রের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা দফতর। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 6/2017.

শূন্যপদের বিন্যাস: ভ্যাকেন্সি নম্বর: ১৭০৩০৬০৮৪২৫: লেবার এনফোর্সমেন্ট অফিসার: ৩৩টি। সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমার্স শাখায় স্নাতক অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক। স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইকনমিক্স বা সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোশিওলজি পড়ে থাকতে হবে সঙ্গে আইন বা লেবার রিলেশনস বা লেবার ওয়েলফেয়ার বা লেবার ল বা সোশিওলজি বা কমার্স বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বা সমতুল বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। কোনও সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ১৭০৩০৬০৩৪২৫: স্টোর্স অফিসার: ৬টি। সাধারণ ৩ তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে যে কোনও সংস্থায় পারচেজ মেইন্টেন্যান্স এবং অ্যাকাউন্টসের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স: ১৩-৪-২০১৭ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪৬০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.upsconline.nic.in.

প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্ত করার সময় সাবমিট করার পর সেটির একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন প্রিন্ট আউট নেওয়া যাবে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২৫ টাকা। নগদে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যেকোনও শাখায় ফি জমা দিতে পারেন। অথবা অনলাইন পদ্ধতিতে এসবি আই নেট ব্যাঙ্কিং বা ভিসা বা মাস্টার ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের সাহায্যেও ফি জমা দেওয়া যাবে। মহিলা, তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়ার পর রসিদ বা ই-রিসিপ্ট নিয়ে নিজের কাছে রাখবেন। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

৫৩২ জন সাফাই কর্মচারী নিয়োগ

৫৩২ জন সাফাই কর্মচারী নেবে চণ্ডীগড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। প্রথমে প্রবেশন।

শূন্যপদের বিবরণ: সাধারণ ২০৭, তফসিলি জাতি ৯৬, ওবিসি ১৪৪, প্রাক্তন সমরকর্মী ৬৯, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৬, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৫, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছর এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রবেশন চলার সময় নির্দিষ্ট মাসিক বেতন পাওয়া যাবে। পরে বেতন: ৪৯০০-১০৬৮০ টাকা সঙ্গে গ্রেড পে ১৬৫০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষায় ৩৫ মিনিটের মধ্যে ঝাড়ু তৈরি ও ১০ মিনিট ধরে ঝাড়ু দেওয়ার দক্ষতা দেখাতে হবে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.mcchandigarh.nic.in.

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) দু'কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। একটি ফোটো স্বপ্রত্যয়িত করে দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অন্য ফোটোটি কোনও গেজেটেড অফিসার দ্বারা প্রত্যয়িত করে দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।

২) ফি বাবদ ২৫০ টাকা, তফসিলিদের ক্ষেত্রে ১২৫ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। এটি Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh-এর অনুকূলে চন্ডিগড়ে প্রদেয় হতে হবে।

৩) বয়সের প্রমানপত্রের প্রত্যয়িত নকল।

৪) কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেট বা ডিসচার্জ সার্টিফিকেট বা দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৫) নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

১১ এপ্রিলের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Medical Officer of Health, 30 Bays Building, Municipal Corporation, Sector 17, Chandigarh-160017. বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৬ এপ্রিল ২০১৭

ন্যাশনাল ইনশিওরেন্সে ২০৫ অফিসার

ন্যাশনাল ইনশিওরেন্স কোম্পানি ২০৫ জন কর্মী নেবে। নিয়োগ হবে স্কেল ওয়ান ক্যাডারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে। ১ বছরের প্রোবেশন। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিবরণ: সাধারণ ১১৩, তফসিলি জাতি ৩১, তফসিলি উপজাতি ১৬, ওবিসি ৪৫। এর মধ্যে দুটি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত, দৃষ্টিসংক্রান্ত এবং শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বর সহ যেকোনও শাখায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫৫%।

বয়স: ১-৩-২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতন -৩২, ৭৯৫-৬২, ৩১৫ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল: কলকাতা, বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল এবং শিলিগুড়ি। প্রিলিমিনারি অনলাইন পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২ জুলাই।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড এবং রিজনিং এবিলিটি বিষয়ে। সময়সীমা ১ ঘণ্টা। মেন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে রিজনিং, কম্পিউটার নলেজ, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং কোয়ান্টেটিভ অ্যাপ্টেটিউট বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘন্টা। এছাড়া ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ক ডেসক্রিপটিভ ধরনের মোট ৩০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। সব ক্ষেত্রেই নেগেটিভ মার্কিং আছে। সবশেষে ইন্টারভিউ।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.nationalinsuranceindia.com.

প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো এবং কালো কালিতে করা সই স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন।

ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। অনলাইন আবেদনপত্র সাবমিট করার পর এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

৩৬৫ সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থায়

৩৬৫ জন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি। নিয়োগ করা হবে ইলেকট্রিক্যাল এবং সিভিল শাখায়। ১ বছরের প্রবেশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: MPP/201%/03

শূন্যপদের বিবরণ: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার: ইলেকট্রিক্যাল: ৩২৩টি (সাধারণ ১৬৪, তফসিলি জাতি ৭৪, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি-এ ৩৩, ওবিসি-বি ২৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১০)। সিভিল: ৪২টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ১০ তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি-এ ৫, ওবিসি-বি ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)। এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরির সেল (ডিরেক্টরেট অব এমপ্লয়মেন্ট)-এর কাছ থেকে নাম চাওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। বাংলা বা নেপালি ভাষায় দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম: ৬,৩০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি স্টেট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (১০ নম্বর), রিজনিং (১৫ নম্বর), নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস (১৫ নম্বর), ইংলিশ (১০ নম্বর) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (৫০ নম্বর)। মোট সময়সীমা ২ ঘণ্টা। কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট ২০ নম্বরের। সময়সীমা ৩০ মিনিট। পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.wbsedcl.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল।

ফি বাবদ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে দিতে হবে ৩০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না)। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া চালানের কপিতে ট্রানজ্যাকশন আইডি এবং এসওএল আইডি আছে কিনা দেখে নেবেন। চালানের অ্যাপ্লিক্যান্ট'স কপিটি নিজের কাছে রেখে দেবেন।

মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (জেপিজি বা জিআইএফ ফরম্যাটে ১৬৫x১২৫ পিক্সেল ডাইমেনশনে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), সই (জেপিজি বা জিআইএফ ফরম্যাটে ৮০x১২৫ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে), বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্র, ব্যাঙ্ক চালান (ডব্লু বিএসইডিসিএল'স কপি), কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ডিসচার্জ সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন আবেদনের সময় একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার দু'দিন পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে। দরখাস্তের প্রিন্টআউটের সঙ্গে দেবেন

১) রেজিস্ট্রেশন স্লিপের প্রিন্টআউট।

২) ব্যাঙ্ক চালানের ডব্লু বিএসইডিসিএল'স কপি।

৩) বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৬) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৭) ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে-পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। নথিপত্র-সহ দরখাস্ত সাধারণ ডাকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Post Bag No. 01, Sech Bhawan Post Office, Kolkata-700091.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: ৭৩৩৮৮-৯১৪৫৪।

প্রতি মঙ্গলবার 'উত্তরণ'-এ এখন পড়াশোনা ছাড়াও থাকছে নানান শিক্ষামূলক লেখা, যা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনায় আরও আগ্রহী করে তুলবে।

প্লাস্টিক টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

ডিপ্লোমা, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং পোস্ট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (সিপেট)। এটি ভারত সরকারের রসায়ন ও পেট্রো-রসায়ন বিভাগের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। কোর্স শুরু হবে আগস্টে।

কোর্সের বিবরণ: ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক টেকনোলজি। ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক মোল্ড টেকনোলজি: শিক্ষাগত যোগ্যতা: দু'টি কোর্সের ক্ষেত্রেই অন্তত ৩৫ শতাংশ নম্বর-সহ মাধ্যমিক। বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখ অনুসারে অন্তত ১৫ বছর এবং ৩১-৭-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী ২০ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক প্রসেসিং অ্যান্ড টেস্টিং: শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্যতম বিষয় হিসেবে কেমিস্ট্রি-সহ বিএসসি। বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখে ১৫ থেকে ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল: শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স-সহ বিএসসি। বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

পোস্ট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক মোল্ড ডিজাইন (ক্যাড/ক্যাম-সহ): শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্লাস্টিক টেকনোলজি বা টুল/ প্রোডাকশন/অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেকাট্রনিক্স বা টুল অ্যান্ড ডাই মেকিং বা সিপেট থেকে প্লাস্টিক মোল্ড টেকনোলজি বা প্লাস্টিক টেকনোলজিতে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

নিয়মানুসারে তফসিলি এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রার্থীরা সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি সেমিস্টার-পিছু পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা বা পোস্ট ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে ২০,০০০ টাকা এবং ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে ১৬,৭০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ২৫ জুন। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর পছন্দের যে-কোনও তিনটি কেন্দ্র উল্লেখ করে দিতে হবে। অনলাইন ও অফলাইনে দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.cipet.gov.in, www.cipetonline.com প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২ জুন। মনে রাখবেন, অনলাইনে আবেদনের সময় জেপেগ বা জেপিজি বা পিএনজি বা জিআইএফ ফর্ম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো (৪০০x৪০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং (৪০০x৩০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ২৫০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদন করলে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

অফলাইন আবেদন করার জন্য ব্রোশিওর-সহ ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এই ঠিকানা থেকে: সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, সিটি সেন্টার, দেভোগ পি.ও., ডিসট্রিক্ট পূর্ব মেদিনীপুর, হলদিয়া-৭২১৬৫৭।

উপরোক্ত ঠিকানায় নগদে ফি জমা দিয়ে দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। সাধারণ-২৫০ টাকা, তফসিলি-৫০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যায়িত নকল এবং দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল-সহ পূরণ করা আবেদনপত্র অথবা অনলাইন আবেদনপত্রের প্রিন্টআউট ২ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Principal Director (Academics), CIPET Head Office, Guindy, Chennai-600032.

অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: ০৩২২৪-২৫৫৫৩৪। ই-মেল: cipet.haldia@gmail.com

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ এপ্রিল ২০১৭

ম্যানেজমেন্ট অ্যাপটিটিউড টেস্টের প্রবেশিকা পরীক্ষা ৭ মে

অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (এআইএমএ) পরিচালিত ম্যানেজমেন্ট অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা ম্যাট পরীক্ষা নেওয়া হবে মে মাসে। পেপার বেসড টেস্ট বা খাতায়-কলমে পরীক্ষা ৭ মে। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৩ মে। তবে কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি না হলে একদিনেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। স্নাতকেরা সমাপ্তি বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাও এই পরীক্ষা দিতে পারবেন।

‘টার্গেট @ কেরিয়ার’ কেমন লাগছে, জানান আমাদের মেল করে

পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা (সিটি কোড ৭১১), দুর্গাপুর (সিটি কোড ৭১২) এবং শিলিগুড়ি (সিটি কোড ৭১০)। ২৯ এপ্রিল থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: http://apps.aima.in/matadmitcard.aspx

পরীক্ষায় বসার জন্য নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে। ফি বাবদ নগদ ১,৪০০ টাকার বিনিময়ে ম্যাট বুলেটিন-সহ ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এ আই এম এ-র তালিকাভুক্ত স্টাডি সেন্টারগুলি থেকে। নির্দিষ্ট স্টাডি সেন্টারগুলির তালিকা দেখা যাবে এই ওয়েবসাইটে: www.aima.in

এছাড়া অনলাইনেও আবেদন করা যাবে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.aima.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১,৪০০ টাকা। অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। অফলাইনে ফি জমা দিলে অনলাইন আবেদন করতে বসার আগে All India Management Association-এর অনুকূলে ও নিউ দিল্লিতে প্রদেয় ১,৪০০ টাকার ক্রসড ডিমান্ড ড্রাফট প্রস্তুত রাখতে হবে। ড্রাফটের তথ্যগুলো আবেদনের ফর্ম পূরণের সময়ে দরকার হবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো এবং সই (উভয়ই জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে ৫ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে সই এবং ফোটো আপলোড না করেও আবেদন করা যাবে। যাঁরা অনলাইনে ফোটো ও সই আপলোড করবেন না, তাঁরা অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এর নির্দিষ্ট জায়গায় ফোটো সাঁটবেন ও সই করবেন। এটির সঙ্গে অনলাইনে বা অফলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্ট বা ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

যাঁরা অনলাইনে আবেদন করবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অনলাইন দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল। যাঁরা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ফি জমা দেবেন, তাদের ক্ষেত্রে অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল। যাঁরা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ফি জমা দেবেন তাঁদের ক্ষেত্রে অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ও ডিমান্ড ড্রাফট এআইএমএ-র দপ্তরে পৌঁছতে হবে ২৮ এপ্রিলের মধ্যে।

এছাড়া, বুলেটিন সহ আবেদনের ফর্ম কিনতেও পারা যাবে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে পূরণ করা আবেদনপত্র ২৮ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছতে হবে এআইএমএ-র দপ্তরের ঠিকানায়। ঠিকানা: Manager-MAT, All India Management Association, Management House, 14, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন এই ওয়েবসাইট: www.aima.in প্রয়োজনে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে ০১১-৪৭৬৭-৩০২০। অথবা ই-মেল করতে পারেন এই ঠিকানায়: mat@aima.in

তিন বিদ্যুৎ সংস্থায় বেশ কিছু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

৭৫জন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নেবে বিহারের তিন বিদ্যুৎ উপাদন সংস্থা। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় নিয়োগ হবে। সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির ৩ বছরের ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়াররা আবেদন করবেন। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা আবেদন করবেন না।

প্রথমে ১ বছরের ট্রেনিং। এ-সময়ে মাসে ১৫,৫০০ টাকা করে থোক স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। ট্রেনিং শেষে জুনিয়র ফোরম্যান বা জুনিয়র কন্ট্রোলার বা জুনিয়র ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ হবে। তখন বেতনক্রম: ১৫,৫০০-৩৪,৫০০ টাকা। ট্রেনিং সম্পূর্ণ করার পরে অন্তত ৩ বছর সংশ্লিষ্ট সংস্থায় চাকরি করতে বাধ্য থাকতে হবে।

সংস্থা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা অনুসারে শূন্যপদ: ভারতীয় রেল বিজলি কোম্পানি লিমিটেড: মেকানিক্যাল: ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। ইলেক্ট্রিক্যাল: ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২)। কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন: ৫টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)।

কাঁটি বিজলি উৎপাদন নিগম লিমিটেড: মেকানিক্যাল: ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। ইলেক্ট্রিক্যাল: ৮টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন: ৬টি (সাধারণ ৫, ওবিসি ১)। সিভিল: ২টি (সাধারণ)।

নবীনগর পাওয়ার জেনারেটিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড: মেকানিক্যাল: ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। ইলেকট্রিক্যাল: ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন: ৬টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)।

প্রতি সংস্থায় ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৭০ শতাংশ নম্বর-সহ সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ৩ বছরের পূর্ণ সময়ের ডিপ্লোমা।

ইলেকট্রিক্যাল শাখায় ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন শাখার ক্ষেত্রে ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ইলেকট্রনিক্স শাখার ডিপ্লোমাধারীরা আবেদন করতে পারেন

বয়স: ২৬-৪-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে ২ ঘণ্টার একটি অবজেক্টিভ টাইপ লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে।

লিখিত পরীক্ষা হবে দুটি অংশে। প্রথমাংশে ৭০টি মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে প্রার্থীর নিজস্ব ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে। দ্বিতীয়াংশে থাকবে ইংরেজি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড ও রিজনিং বিষয়ে ৫০টি মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে।

প্রশ্ন হবে ইংরেজি ও হিন্দিতে। কোন ভাষায় পরীক্ষা দিতে চাইছেন তা অনলাইন দরখাস্তে জানিয়ে দিতে হবে। লিখিত পরীক্ষা ২৮ মে।

লিখিত পরীক্ষায় সফলদের তালিকা দেখা যাবে এই ওয়েবসাইটে: http:jvdtcareers.net লিখিত অ্যাডমিট কার্ডও একই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে ৫ মে থেকে ২৮ মে-র মধ্যে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ২৭ মার্চ থেকে ২৬ এপ্রিলের মধ্যে, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: http:jvdtcareers.net ফি বাবদ ৩০০ টাকা জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে: 30631536632, MLC Branch, IFSC Code: SBIN0007506, Patna. সংস্থা অনুসারে BRBCL বা KBUNL বা NPGCL-এ ফি প্রদেয় হতে হবে।

উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে পে-ইন-স্লিপ ডাউনলোড করে তার প্রিন্ট নেবেন। পে-ইন-স্লিপ পূরণ করার পরে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকটবর্তী কোনও শাখায় ফি জমা দেবেন। ফি জমার পরে ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া জার্নাল নম্বর এবং ব্রাঞ্চ কোড নম্বর অনলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় উল্লেখ করতে হবে। পে-ইন-স্লিপের স্ক্যান করা কপি অনলাইন দরখাস্তের আপলোড করতে হবে।

তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে হবে না। তাঁরা দরখাস্তে শুধু ফোটো আপলোড করবেন।

খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটেই।

ভুবনেশ্বর এইমসে ডাক্তার

৭২ জন চিকিৎসক নেবে ভুবনেশ্বরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)। নিয়োগ করা হবে জুনিয়র রেসিডেন্টস (নন-অ্যাকাডেমিক) পদে। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ৪ এপ্রিল। প্রাথমিকভাবে ৬ মাসের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: AIIMS/BBS/DEAN/JR/49-B.

শূন্যপদ: ৭২টি (সাধারণ ৩৮, তফসিলি জাতি ১০ তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ১৮)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ (সাধারণ ১, ওবিসি ১) ডেন্টাল সার্জেনদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস বা বিডিএস। কম্পালসারি ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে। সঙ্গে মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া বা স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল বা ডেন্টাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার নাম নথিভুক্ত থাকা আবশ্যক।

৪ এপ্রিল ২০১৫ থেকে ৪ এপ্রিল ২০১৭-র মধ্যে এমবিবিএস বা বিডিএস পাস প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। এর আগে কোনও প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র রেসিডেন্ট হিসেবে দু'টি টার্ম সম্পূর্ণ করে থাকলে আবেদন করবেন না।

বেতন: প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ৪ এপ্রিল, সকাল ৮টা থেকে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান (অ্যানেক্সার-১) ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.aiimsbhubaneswar.deu.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন

১) পূরণ করা অ্যানেক্সার-১।

২) ফি বাবদ ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে দিতে হবে ১,০০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা)। ফি জমা দিতে হবে এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে: 557820110000006 (আইএফএসসি কোড: BKID0005578, এমআইসিআর কোড: 751013019)। ফি Bank of India, AIIMS, Bhubaneswar Branch, Odisha-এ প্রদেয় হতে হবে। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি দিতে লাগবে না।

৩) তিন কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। এর মধ্যে একটি ফোটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।

৪) প্রার্থীর সচিত্র পরিচয়পত্র এবং স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট বা জন্মশংসাপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৭) ইন্টার্নশিপ কমপ্লিশন সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৮) এমসিআই বা ডিসিআই বা স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৯) কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১০) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১১) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১২) কর্মরতদের ক্ষেত্রে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট। উপরোক্ত যাবতীয় নথিপত্রের মূল কপিও সঙ্গে রাখবেন। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পাঠকের অনুরোধে এখন পুরো চার পাতা জুড়ে চাকরি, ট্রেনিং ও কোর্সের খোঁজ-খবর

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ এপ্রিল ২০১৭

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায় কোর্স

নয়া দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা নাট্যকলায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৭-২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি নিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের থিয়েটারে অভিনয়, পরিচালনা, ডিজাইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শাখায় পেশাদারি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কোর্স শুরু হবে জুলাইয়ে। কোর্স চলাকালীন স্কলারশিপ দেওয়া হবে। মোট সিট: ২৬টি। সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৭। সরকারি নিয়মানুসারে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্তত স্নাতক। সঙ্গে অন্তত ৬টি মঞ্চ প্রযোজনায় অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে। এছাড়া হিন্দি ও ইংরেজি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখে ১৮-৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। স্কলারশিপ মাসে ৮০০০ টাকা।

প্রার্থী মনোনীত করা হবে দু'টি ধাপে। প্রথমে প্রার্থীদের একটি অডিশন নেওয়া হবে। কলকাতায় অডিশনের তারিখ ৩ এবং ৪ মে। অডিশনে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একটি ৫ দিনের কর্মশালায় যোগদান করতে হবে এবং পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রার্থী মনোনীত করবেন।

অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.nsd.gov.in. অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল। অনলাইনে ফর্ম সাবমিট করলে ফি বাবদ দিতে হবে ৫০ টাকা। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্র এবং ফি জমা দেওয়ার রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট করে নেবেন। ওপরের ওয়েবসাইট থেকে। অফলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এবং প্রসপেক্টাস ডাউনলোড করে নেবেন ওপরের ওয়েবসাইট থেকে। ফি বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ১৫০ টাকা। ড্রাফটটি 'The Director, National School of Drama, New Delhi'-এর অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে। আবেদনপত্রের খামে লিখবেন 'Application for Admission 2017-2020'. আবেদনপত্র ২২ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: To Dean, Academic, National School of Drama, Bahawalpur House, Bhagwandas Road, New Delhi-110001.

ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউটে ভর্তি

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে চিনি-উপাদন সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি সার্টিফিকেট এবং স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে কানপুরের ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউট। এটি কেন্দ্রের কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন মন্ত্রক দ্বারা স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

কোর্সের বিবরণ: পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা: সুগার টেকনোলজি: আসনসংখ্যা: ৬৯টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স-সহ বিএসসি বা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ আড়াই বছর।

সুগার ইঞ্জিনিয়ারিং: আসনসংখ্যা: ২৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে যে-কোনও একটি বিষয়ে স্নাতক অথবা এএমআইই (অ্যাসোসিয়েট মেম্বার অব ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স)। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মেন্টেশন অ্যান্ড অ্যালকোহল টেকনোলজি: আসনসংখ্যা: ২৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞানে স্নাতক। স্নাতক স্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে কেমেস্ট্রি বা অ্যাপ্লায়েড কেমেস্ট্রি বা বায়োকেমিস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি পড়ে থাকতে হবে। বায়োটেকনোলজি বা কেমিক্যাল বা বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বি-টেক ডিগ্রিধারীরা আবেদনের যোগ্য। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

সুগারকেন প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড ম্যাচুরিটি ম্যানেজমেন্ট: আসনসংখ্যা: ১৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান অথবা কৃষিবিজ্ঞান স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ এক বছর।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রোসেস অটোমেশন: আসনসংখ্যা: ১৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রনিক্স, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে যে-কোনও একটিতে স্নাতক অথবা এএমআইই (অ্যাসোসিয়েট মেম্বার অব ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স)। কোর্সের মেয়াদ এক বছর।

সার্টিফিকেট কোর্সগুলি হল: সুগার বয়েলিং: আসনসংখ্যা: ৫৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে কোনও ভ্যাকুয়াম প্যান সুগার ফ্যাক্টরিতে নমিনেশন-সহ অন্তত ৯০ দিনের প্যান অপারেশনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কোর্সের মেয়াদ এক বছর।

সুগার ইঞ্জিনিয়ারিং: আসনসংখ্যা: ১৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল বা প্রোডাকশন বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

কোয়ালিটি কন্ট্রোল: আসনসংখ্যা: ১৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স-সহ উচ্চমাধ্যমিক। কোর্সের মেয়াদ চার মাস।

বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ১১ জুন। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল কলকাতা, দিল্লি, কানপুর, পাটনা, পুনে এবং চেন্নাই।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.nsi.gov.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৫ মে। ফি বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ১, ০০০ টাকা। (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৮০০ টাকা)। ডাফটটি Director, National Sugar Institute-এর অনুকূলে কানপুরে প্রদেয় হতে হবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথ ভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

ডিমান্ড ড্রাফট এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ১৫ মে-র মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Director, National Sugar Institute, Kalyanpur, Kanpur 208017.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে ০৫১২-২৫৭৩৬১৩। ই-মেল: nsikanpur@nic.in

ভারতীয় বিমানবাহিনীতে গ্রুপ 'সি'-র বিভিন্ন পদে ৮১জন নিয়োগ

বিভিন্ন পদে ৮১জন গ্রুপ 'সি' কর্মী নেবে ভারতীয় বিমানবাহিনী। কর্নাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন ইউনিটে নিয়োগ হবে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, সাফাইওয়ালা, স্টোর কিপার, মেস স্টাফ ও অন্যান্য পদে।

ইউনিট অনুসারে শূন্যপদ: এওসি, চাকরি: মেস স্টাফ: ৩টি (সাধারণ), মাল্টি টাস্কিং স্টাফ: ৪টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১), সাফাইওয়ালা: ৭টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা: AOC, Air Force Station, Chakeri, Kanpur-208 008.

এওসি, চণ্ডীগড়: স্টোরকিপার: ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ: ৫টি (তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা: AOC, Base Repair Depot, Air Force Station, Chandigarh-160 003.

এওসি, কোয়েম্বাটুর: মাল্টি টাস্কিং স্টাফ: ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা: AOC, Base Repair Depot, Air Force Station, Sulur, Coimbatore, Tamilnadu-641 401.

এওসি, নাসিকা: মাল্টি টাস্কিং স্টাফ: ৪টি (তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১), সাফাইওয়ালা: ৩টি (ওবিসি ২, শ্রবণ সংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা: AOC, Base Repair Depot, Air Force, Air Force Station, Ojhar, Nasik, Pin- 422 221 (Maharashtra).

এওসি, চেন্নাই: মাল্টিটাস্কিং স্টাফ: ১১টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ২)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা: AOC, Equipment Depot, Air Force Station, Avadi, Avadi IAF(Post), Chennai.

এওসি, মানাউরি: মাল্টি টাস্কিং স্টাফ: ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা: AOC, Equipment Depot, Air Force Station, Manauri, Distt-Allahabad (UP)-212 212.

এওসি, দেবলালি: স্টোরকিপার: ৩টি (তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। মাল্টিটাস্কিং স্টাফ: ৭টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা: AOC, Equipment Depot, Air Force, Air Force Station, Devlali (South)-422 501, Distt-Nasik (Maharashtra).

এওসি, বেঙ্গালুরু: স্টোর কিপারঃ ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১), মাল্টিটাস্কিং স্টাফ: ৩টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা: AOC, Equipment Depot, Air Force, Vimanpura PO, Bangalore-560017.

এওসি, বেতুল: কার্পেন্টার: ৩টি (সাধারণ ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। লেবারার: ৪টি (সাধারণ ১, ওবিসি ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। সাফাইওয়ালা: ৩টি (তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা: AOC, Equipment Depot, Air Force, Amla Depot(PO), Dist. Betul, MP-460553.

সিও, উপাস্কার ডিপো, চাকেরি: মাল্টিটাস্কিং স্টাফ: ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা: CO, Upaskar Depot, Air Force Station, Chakeri, Kanpur, Pin-208008.

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্টোরকিপার পদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। স্টোর সামলানো ও হিসাবরক্ষার কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

মেস স্টাফ পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে কোনও সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

মাল্টিটাস্কিং স্টাফ পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক। সঙ্গে ওয়াচম্যান বা লস্কর বা মালি বা জেসটেটনার অপারেটর হিসেবে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

সাফাইওয়ালা এবং লেবারের পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা সমতুল। কার্পেন্টারের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাস করে থাকতে হবে।

বয়স: ২২-৪-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম: ৫, ২০০-২০,২০০টাকা। গ্রেড পে পদানুসারে ১,৮০০ ও ১,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রাথমিকভাবে লিখিত পরিক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, রিজনিং, নিউম্যারিক্যাল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। উত্তীর্ণদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্কিল টেস্ট, প্র্যাক্টিক্যাল টেস্ট ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান এ-ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

দু'কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফোটো। ফোটোদুটি দরখাস্ত এবং অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।

বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট এবং ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

নিজের নাম-ঠিকানা লেখা এবং ৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন Application for the post of.....and category ..... শূন্যস্থান যথাযথভাবে পূরণ করবেন। ২২ এপ্রিলের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

আপনার জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার **target@কেরিয়ার**-এর পাতায় থাকছে বাছাই করা চাকরি, প্রোফেশনাল ট্রেনিং ও কোর্সের খবর। অ্যাপ্লাই করুন আর UNEMPLOYED থেকে EMPLOYED হয়ে যান।